আলমডাঙ্গার বিভিন্ন পুজা মন্ডপ পরিদর্শনে আ.লীগ নেতারা

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে গিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন জেলা আওয়ামী লীগ নেতারা। এ সময় তাঁরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। পাশাপাশি সরকারের উন্নয়নের প্রচার করে আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান।

আজ সোমবার চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন দলীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন।

সোমবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি কালিদাশপুর দুর্গা মন্দির, ক্যানেল পাড়া দুর্গা মন্দির, রথতলা কেন্দ্রীয় দুর্গা মন্দির, কলেজপাড়া দুর্গা মন্দিরসহ বিভিন্ন দুর্গা মন্দির পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি প্রত্যেক মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। আইন শৃঙ্খলা বিষয়ে খোঁজ খবর নেন।

পরিদর্শনে উপস্থিত সাবেক চুয়াডাঙ্গার পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ারাদার টোটন বলেন, অত্যন্ত জাঁকজমক পুর্ণ ও সৌহার্দ পুর্ণ পরিবেশে আলমডাঙ্গার প্রতিটি দুর্গা মন্দিরে শারদীয় দুর্গাৎসব পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির দেশ, আমরা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রতিতে বিশ্বাস করি, এখানে সকলে মিলে মিশে যার যার ধর্ম পালন করে থাকি। আমরা বিশ্বাস করি ধর্ম যার যার উৎসব সবার।

মন্দির পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা,সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী,উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু,সাবেক সহসভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,জেলা আওয়ামীলীগ নেতা শওকত আলী,কালিদাশপুর ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুল হক মিকা,পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,রথতলা মন্দির কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার সাহা,সম্পাদক অশিম কুমার সাহা,কালিদাসপুর মন্দির

কমিটির সভাপতি শুশিল কুমার ভৌতিকা,বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিদ্রনাথ দত্ত,রাজ কুমার অধিকারি,লিপন কুমার বিশ্বাস,পরিমল কুমার কালু ঘোষ,মদন কুমার সাহা,জয় কুমার বিশ্বাস দেবদাস ব্যাধ প্রমুখ।

কোটচাঁদপুরে পূজা মন্ডপে নগদ অর্থ ও বস্তু বিতরণে এমপি চঞ্চল

ঝিনাইদহে কোটচাঁদপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে উপজেলার ৪৫ টি পূজা মন্ডপে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার উপহার নগদ অর্থ ও ব্যক্তিগত তহবিল থেকে বস্তু বিতরণ করেছেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

আজ রবিবার (২২ অক্টোবর) সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন তিনি।পূজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সার্বিক বিষয়ে খোঁজ-খবর নেন। এ সময় তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যার পক্ষ থেকে প্রতিটি মন্দিরে আর্থিক সহায়তা ও ব্যক্তিগত তহবিল থেকে বস্তু বিতরণ করেন।

সে সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম খান বাবলু, সহ-সভাপতি ফারজেল হোসেন মন্ডল, সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান, সাবেক উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মীর কাশেম, এলাঙ্গী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খান, সাবেক কুশান ইউনিয়ন পরিষদের আব্দুল হান্নান, ইউপি সদস্য এনামুল হক, সেচ্ছাসেবক লীগ নেতা লিমন,ছাত্র লীগ নেতা, রাব্বি হাসান, প্রদীপ কুমার হালদার, ওবায়দুল হক, আল-আমীন, নয়ন,মানিক প্রমুখ।

এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী ও স্ব স্ব পূজা মন্ডপের সভাপতি সম্পাদক সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গণমুখী ইশতেহার আসছে আওয়ামী লীগের

কী থাকছে এবার আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে? এনিয়ে গত ২০ অক্টোবর শুক্রবার ছিল, দলটির ইশতেহার প্রণয়ন উপ-কমিটির কাছে সাধারণ মানুষের প্রস্তাব পাঠানোর শেষ দিন। কমিটির আহবায়ক, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং সংসদ সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক জানান, এরই মধ্যে বহু প্রস্তাব তাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এখন চলছে যাচাই বাছাই। এর আগে গত ৩রা অক্টোবর উপ-কিমিটির পক্ষ থেকে ইশতেহারের জন্যে প্রস্তাব চেয়ে একটি গণ বিজ্ঞপ্তিতে দেয়া হয়েছিল।

তৃণমূলের কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া প্রসঙ্গে ড. রাজ্জাক বলেন, গণমানুষের দল আওয়ামী লীগের ইশতেহার কেবলমাত্র একটি দলীয় ইশতেহার নয়। এটি প্রকৃত অর্থে গোটা জাতির ইশতেহার। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে সেটি আওয়ামী লীগের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার প্রতিটি নির্বাচনী ইশতিহারে জাতিকে প্রদত্ত প্রতিটি অঙ্গীকার শতভাগ প্রতিপালন করেছে। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের প্রতিটি ইশতেহারেই সরকারের নির্দিষ্ট মেয়াদের বাইরে দীর্ঘমেয়াদি নানা উন্নয়নের পথনকশা ছিল। এর প্রতিটিই অত্যন্ত সুচারুভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

তবে, দলটির পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, এবারের ইশতেহার হবে স্মার্ট এবং গণমুখী। তারা বলছেন, স্মার্ট বাংলাদেশের মাধ্যমে মানুষের কাছে আধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি দৃশ্যমান যে উন্নয়নগুলো হয়েছে তার মাধ্যমে আগামী দিনে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। আগামী দিনের যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানটাই হবে এবারের মূল প্রতিপাদ্য। স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য হবে শিল্পকারখানা স্থাপন করে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিয়ে শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, মানুষের আয় বৃদ্ধি করা।

আওয়ামীলীগ গণমানুষের ইচ্ছার কথা জানতে আগ্রহী উল্লেখ করে আ্ওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন উপ-কমিটির সদস্য সচিব ড. সেলিম মাহমুদ জানান, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেই জনগণের মতামত চাওয়া হয়েছে ।

তিনি আরও জানান, আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ইশতেহার দিয়েছিল। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইশতেহার ছিল “শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সবশেষ ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে ‘সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ’ শীর্ষক ইশতেহার ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ।

অত্যন্ত সফলতার সাথে ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন করে আওয়ামী লীগ সরকার। সরকারি - বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,আদালত,হাসপাতাল,ব্যবসায়িক কার্যক্রম সকল কিছুই আজ ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পাদন হচ্ছে। এতে করে জনগণের ভোগান্তি যেমন কমেছে,একই সাথে উন্নত বিশ্বের সাথে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ।

২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় পুরোপুরি সাফল্য দেখিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। জঙ্গিবাদকে দমন করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এক্ষেত্রে সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। বিএনপি-জামাত সৃষ্ট রাজনৈতিক সহিংসতা দমন করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফলতা দেখিয়েছে আওয়ামী লীগ ।পাশাপাশি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে সফলতার সাথে কাজ করেছে। দলীয় সরকারের অধীনে গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশের স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে। ।

২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহার সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ অনুযায়ীও আওয়ামী লীগ সরকার কাজের মাধ্যমে ইশতেহারের পূর্ণতা দিয়েছে। পদ্মাসেতুর মত প্রকল্প দেশের অর্থায়নে বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে আওয়ামী লীগ। পাশাপাশি মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্ণফুলী টানেল, বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সারাদেশে অসংখ্য সড়ক-মহাসড়ক,সেতু,ওভারপাস নির্মাণ করে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বাস্তবায়ন করেছে আওয়ামী লীগ।

সেই সময় পেরিয়ে ডিজিটাল যুগের মধ্যেই স্মার্ট বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি ধরে এগিয়ে চলার সময় এখন। সেই বিবেচনায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ‘গ্রাম হবে শহর’ স্লোগান থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের মূল স্লোগান হবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’।

আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি: প্রধানমন্ত্রী

পূজা শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সবার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আমি বলব, আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি।

রবিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজামণ্ডপে ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি জে এল ভৌমিক ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ সবসময় উদার মনের, তারাও সব সময় অসম্প্রদায় চেতনাকে বিশ্বাস করে। যে কারণে আজকে আমাদের স্লোগান, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। সবাই আমরা ঠিকই এভাবে উৎসব পালন করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ’৭৫ পর বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অনেক অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে। ’৯২, ২০০১ ও তার আগে বার বার আঘাত এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবসময় আপনাদের পাশে ছিল, পাশে আছি।আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে সব ধর্ম-বর্ণের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ অর্থাৎ সব ধর্মের মানুষ যার যার ধর্ম সে

সে পালন করবে সেটা নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু ৭৫-এ জাতির পিতাকে হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।’

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সবসময় বিশ্বাস করি, সবি ধর্ম বর্ণের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে পূজা শেষ করেন, সেটাই আমরা চাই। আইন-শৃঙ্খলা কর্মী থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেক নেতারা থাকবে, যাতে কোনো ধরনের ঘটনা না ঘটতে পারে। সেদিকে আমরা সতর্ক থাকবো। আমরা চাই, আপনারা ভালোভাবে পূজা উদযাপন করেন।

তিনি আরও বলেন, এ মাটির সন্তান সবাই। এই মাটিতে নিজ নিজ অধিকার নিয়ে সবাই বাস করবেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে সবাই একই যুদ্ধ করেছেন, এখানে সবার অধিকার রয়েছে। সে অধিকার যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে আমরা সেই চেষ্টাই করি। আমরা চাইবো, আপনারও বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ করুন।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, এখন ঘরে ঘরে খাবার আছে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আছে, চিকিৎসা সেবা মানুষের কাছে আমরা দিয়ে দিচ্ছি, সারা বাংলাদেশে যে উন্নয়নের ছোঁয়া, এটা মানুষের কল্যাণেই আমাদের কাজ। মানুষের কল্যাণ করাটাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সৌজন্যে মুজিব চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের সৌজন্যে মেহেরপুর সিনেমা হলে মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

শনিবার ২১ অক্টোবর বিকালে মেহেরপুর সিনেমা হলে প্রদর্শিত সিনেমাটি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের সকল নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের নিয়ে একসঙ্গে উপভোগ করেন।

মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রটি দেখার পর মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন এই সিনেমাটার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছুর শিক্ষা অর্জন করেছি। এই সিনেমার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি একজন সঠিক নেতা হতে হলে কতটুকু পরিশ্রমী, ত্যাগী হওয়ার প্রয়োজন যা আমরা বঙ্গবন্ধুর মধ্যে খুঁজে পাই। আমি সকলকে আহ্বান করবো এই সিনেমাটা দেখার জন্য।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান বলেন প্রত্যেকটা মানুষকে আহ্বান করবো বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে জানতে হলে তার আদর্শকে জানতে হলে এই মুজিব একটি জাতির রুপকার সিনেমাটা দেখা খুবই জরুরি ও অত্যাবশ্যক।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি হাজী সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির জামান মৃদুল, জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ সহ মেহেরপুর জেলা যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।

আলমডাঙ্গায় দিলীপ কুমার আগরওয়ালার কর্মীসভা

আলমডাঙ্গায় দিলীপ কুমার
আগরওয়ালার কর্মীসভা

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালার পক্ষে আলমডাঙ্গার জামজামি ইউনিয়নে এক কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার ২১ অক্টোবর বিকেলে জামজামি বাজারে দিলীপ আগরওয়ালার সমর্থক গোষ্টির ব্যানারে এ কর্মি সভা ও শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
কর্মি সমাবেশে দিলীপ কুমারর আগরওয়ালা বলেন-দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে বিএনপি-জামাতের আগুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। বিএনপি-জামায়াত এদেশে র উন্নয়নে বাঁধাগ্রস্ত করতে ষড়যন্ত্র লিপ্ত। তারা আবারও দেশে জ্বালাও পোড়াওয়ের রাজনীতি শুরু করতে চাই।
মনে রাখবেন সঠিক সময়ে সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। বিএনপি-জামায়াত কিন্তু বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। যদি তারা নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করে তাহলে জনগণ বিএনপি-জামায়াতের এই চক্রান্ত প্রতিহত করবে।
আপনারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের মাঝে তুলে ধরবেন। আজকে সাধারণ মানুষ কেনো নৌকায় ভোট দিবে? কারণ এই সরকারের আমলে দেশ উন্নয়নেন রোল মডেল হিসেবে পৃথিবীর বুকে এগিয়ে চলেছে।
উন্নয়নের এই ধারা অব্য্হত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে। আমি বলি উন্নয়নের সরকার,বার বার দরকার। শেখ হাসিনার সরকার, বারবার দরকার।
তিনি বলেন,আমি কেনো আপনাদের কাছে এসেছি। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন মানুষের মাঝে তুলে ধরতেই আপনাদের কাছে এসেছি। এবং নৌকার পক্ষে ভোট চাইতে এসেছি। নৌকা যেই পাক আমি নৌকার পক্ষের মানুষ। যিনি নৌকা পাবেন আমি তাঁকে বলবো তিনি যেনো স্মার্ট চুয়াডাঙ্গা গড়ে।
যদি আমি সুযোগ পাই,যদি জনপ্রতিনিধি হতে পারি তাহলে আপনাদের সাথে নিয়ে স্মার্ট চুয়াডাঙ্গা গড়তে কাজ করবো।
কর্মী সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ নেতা এস এম আশরাফুল করিম রিপন শাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের

সাবেক তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক কাউসার আহমেদ বাবলু, ৭১’র অগ্নিসেনা বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈনদ্দীন পারভেজ,পদ্মবিলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস,মোমিনপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়ার্দ্দার,কুতুবপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, গাংনি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান। ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ন সম্পাদক হাজী রবিউল হক,জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক চিৎলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জিল্লুর রহমান, জেলা মৎসজীবি লীগের সভাপতি শাহাবুল হক, খাদিমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম,জামজামি ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক কামাল হোসেন প্রমুখ।

এসডিজি অর্জনের নারীরা ব্যাপক ভূমিকা রাখছে- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র আয়োজিত
মতবিনিময় সভা

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টেকসই উন্নয়নের যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন তাতে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ।

শনিবার ২১ অক্টোবর দুপুরে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর আয়োজনে

ও গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এসডিজি অর্জনে “আমরা করবো জয়” শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

এ সময় তিনি আরো বলেন, ‘বাংলাদেশ শান্তির জনপদে পরিনত হবে। এস ডি জি (টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট) বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার। আমাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার অনুকুল পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আর এতে নারীদের অবদান ব্যাপক। দেশের গ্রস ইকোনমির অগ্রগতিতে সিংহভাগই নারীদের অবদান।’

জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান। সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সিএএমপিই এর পরিচালক (ঢাকা) ড.মোস্তাফিজুর রহমান, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী পরিচালক আসাদুজ্জামান সেলিম, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমীন এবং আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নু।

এছাড়াও এসময় সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম,জেলা তথ্য অফিস আব্দুল আল মামুন, রুপান্তর এর পরিচালক (খুলনা) মিজানুর রহমান পান্না,মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাদ আহাম্মদ,ফাহিমা আক্তার ছবি, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে খুলনার জনপ্রিয় সঙ্গিত গোষ্ঠী রুপান্তরের পরিবেশনায় বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে একটি পট গান পরিবেশিত হয়। পরে মউকের উদ্যাগে ২৮ টি দুস্থ পরিবারকে একটি করে ছাগল উপহার দেওয়া হয়।

জয়রামপুরে স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলমের

গণসংযোগ

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম গণসংযোগ কালে গাছের চারা এবং কবুতরের বাচ্চা বিতরণ করেছেন।
শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর বাড়ুইপাড়ায় জাহাঙ্গীর আলমের গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় তিনি আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ভোটারদের কাছে দোয়া চান। অনুষ্ঠানে আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম। এসময় তিনি বলেন আমি যদি এমপি হতে পারি তাহলে আপনাদের সেবক হিসেবে মুরুব্বিদের দিক নির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের এলাকাবাসীর ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বদাই জনগণের পাশে থেকে কাজ করে যাবো। তাই আপনাদের দোয়া ও সমর্থন কমনা করছি। আমি নির্বাচনী এলাকার অসহায় ও সাধারণ মানুষের পাশে সব সময় আছি এবং থাকবো। সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জয়নাল আবেদীন, মোংলা মন্ডল, সামাদ আলী, তৈয়ব আলী, সেলিম উদ্দীন সহ জয়রামপুর বাড়ুইপাড়া গ্রামবাসী।

আলমডাঙ্গার গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের কর্মী সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা উপজেলার ৫ নম্বর গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের উদ্যোগে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টায় আসমানখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাবেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু তাহেরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুন এমপি।

কর্মী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ছেলুন জোয়াদ্দার বলেন, আগামী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের তফসিল ঘোষনা হবে। যথা সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই সরকারের ক্ষমতায় থেকেই নির্বাচন হবে। এই কর্মী সভায় আপনারা আপনাদের মুখ দিয়ে যে উন্নয়নের কথা আসলো, এই উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট দিয়ে পূণরায় আওয়ামীলীগ সরকারকে ক্ষমতায় আনতে হবে। আওয়ামীলীগ যখনই ক্ষমতায় আসে দেশের উন্নয়ন হয় সাধারণ মানুষ শান্তিতে থাকে। আওয়ামীলীগ মানেই উন্নয়ন। আজ কেউ না খেয়ে নেই। মানুষের অভাব নেই, এদেশের মানুষ ভালো আছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন জোয়াদ্দার, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খাঁন, সাবেক জেলা আওয়ামীলীগ যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আরশাদ আলী চন্দন, উপ-প্রচার সম্পাদক শওকত আলী, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সাবেক সহ-সভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা।

চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আ.কাদের, সাবেক জেলা যুবলীগের সভাপতি আরেফিন রঞ্জু, সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুর রশিদ, সাবেক জেলা কৃষকলীগের সহ-সভাপতি চন্দন,গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি ও চেয়ারম্যান মুন্সি এমদাদুল হক, ডা.জয়নাল আবেদিন, আ. রাজ্জার, আ. খালেক, এছার আহমেদ, সামসুর রহমান সামু, মুন্সি মজিবুল হক, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য জহুরুল ইসলাম, এ্যাডঃ মুন্সি সিরাজুল ইসলাম।

গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাইদ আব্দুল্লাহ’র সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি লিমন হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আশাবুল হক, ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি জহুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক নওশেদ আলী, ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আমজাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আনিছুর রহমান, ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি বেল্টু, সাধারণ সম্পাদক কালু, ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি

খাইরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মজিবুল হক। এছাড়া কর্মী সভায় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গণমাধ্যমকর্মীদের কল্যাণে কী করেছে আওয়ামী লীগ?

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের যুদ্ধপীড়িত জনগণের মনোবল চাঙ্গা রাখতে অনুপ্রেরণামুলক পরিবেশনা রেডিওতে প্রচার করা হতো। রেডিও এর মাধ্যমেই সাধারণ জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধের খবর জানতেন। এছাড়া বিশ্ব জনমত তৈরি করতে বাংলাদেশের পাশাপাশি উন্নত বিশ্বের গণমাধ্যম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা বিশ্ববাসীর কাছে তুলেই ধরে গণমাধ্যম।

বাংলাদেশে একটা সময় গণমাধ্যম ও সরকার একে অন্যের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল । কিন্তু দিন দিন সরকার ও গণমাধ্যমের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। দূরত্ব বৃদ্ধিতে সরকারের যেমন দায় ছিল তেমনি দায় ছিল নির্দিষ্ট কিছু গণমাধ্যমের । বিশেষ করে ৭৫ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। জাতির পিতার হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়ার পর দেশে গণমাধ্যম চাইলে অনেক কিছু করতে পারতো কিন্তু তারা তৎকালীন সামরিক সরকারের সাথে আপোষ করে নেয়। তাদের এই আপোষ করার মানসিকতাকে পুঁজি করে গণমাধ্যমের বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে সামরিক শাসক জিয়া, এরশাদ ও বিএনপি।

বাংলাদেশে গণমাধ্যম শুরু থেকেই মিশ্র অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে। সাংবাদিকরা কেমন থাকবে এটা নির্ভর করে ক্ষমতায় কোন দল আছে তার উপর। সামরিক শাসনের সময় সাংবাদিকতা সবচেয়ে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে গেছে। সার্বিক তথ্য উপাত্ত দেখলে জানা যায় অন্যান্য শাসনামলের চেয়ে আওয়ামী লীগের সময় সাংবাদিকরা বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

আওয়ামী লীগ সরকার সরকারে থাকুক কিংবা না থাকুক গঠনমূলক সমালোচনা মেনে নেয়। যা তাদের রাজনৈতিক সহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ। আওয়ামী

লীগের সময় গণমাধ্যমের বিকাশ চোখে পরার মতো। সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের যে স্বপ্ন দেখছে তা বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। সরকার এবং জনগণের মাঝে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে গণমাধ্যম ।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল বিএনপি। এসময়ে সরাদেশে অন্তত ২০ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়। আর ৪৫০ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হন। শুধুমাত্র ২০০২ ও ২০০৩ সালের মধ্যে ১৫৮ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা হয়৷ কুষ্টিয়ায় মানবকণ্ঠের এক সাংবাদিকের আঙুল কেটে নেওয়া হয়েছিল৷ ইকবাল সোবহান চৌধুরীর নেতৃত্বে হওয়া সাংবাদিকদের এক সমাবেশে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছিল৷ বিএনপি আমলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল একুশে টিভি, এই চ্যানেলের চট্টগ্রাম স্টেশনে ছাত্রদলের ক্যাডাররা ঢুকে সাংবাদিকদের পিটিয়েছিলো। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর বাসসের ৪০ জন সাংবাদিকের চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। রেডিও, টেলিভিশনের অনেক সাংবাদিককে চাকুরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিলো।
সেসময়ে কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘বিএনপির আমলে ২০০১ সালে দক্ষিণাঞ্চলে কোনো সাংবাদিক যেতে পারতো না। কোনো সংবাদ পরিবেশন করতে পারতো না। একমাত্র জনকণ্ঠ পত্রিকা জোর করে কিছু সংবাদ পরিবেশন করতো। তাদের কিছু সাংবাদিক গোপনে যেত এবং তথ্য আনতো। পরবর্তীতে তাদের দেখাদেখি অনেক পত্রিকা সংবাদ পরিবেশন শুরু করে। এটা হলো বাস্তবতা। গৌরনদী থেকে একটা গ্রুপ কোটালিপাড়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে ৭১’ এর মতো। বিএনপির নির্যাতনের সঙ্গে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেই নির্যাতন চালিয়েছিল শুধু সেটার সঙ্গেই তুলনা করা যায়।’

শাহরিয়ার কবির বাংলাদেশে মানবাধিকার বিষয়ক সাংবাদিক হিসেবে বহু বছর ধরে লেখালেখি করছেন। সরকার কর্তৃক বেআইনি আক্রমণ বলে অভিহিত করা হলেও ২০০০-এর দশকের শুরুর দিকে তাকে দুবার গ্রেপ্তার করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এর খালেদা জিয়া সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০১ সালের নভেম্বরে তিনি প্রথম গ্রেপ্তার হন। তিনি ২০০১-এর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হামলার তদন্ত করছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যুদ্ধাপরাধে অংশ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মন্ত্রীকে অভিযুক্ত করলে সরকার তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ এবং “সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার” অভিযোগ আনে। অতঃপর ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি জামিনে মুক্তি পান। পরের মাসে ফেব্রুয়ারিতে চট্টগ্রাম

প্রেসক্লাবে তার জন্য আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বোমা নিক্ষেপ করা হলে এক প্রত্যক্ষদর্শী নিহত হয়।

বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর বাসসের ৪০ জন সাংবাদিককে বিনা নোটিশে চাকরিচ্যুত করেছিল, বিএনপির আমলেই খুলনায় হুমায়ন কবির, মানিক, হারুনসহ অনেক সাংবাদিক খুন হয়েছেন এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। জিয়া-খালেদাসহ যারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলো সবার আমলেই সাংবাদিকরা নির্যাতিত এবং খুন হয়েছেন। তাদের সময় সাংবাদিকদের কোনো স্বাধীনতা ছিলো না।

২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। যুগান্তকারী এ উদ্যোগের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে গণমাধ্যমকর্মীসহ আপামর জনসাধারণের জন্য চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পাওয়ার একটি আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি-বেসরকারি অফিসে আইনে বেঁধে দেয়া সময়সীমার মধ্যে সাংবাদিকদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য দিতে বাধ্য। এভাবে আইনটি এসব অফিসের কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

দুর্নীতি দমনে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করতে সরকার পেনাল কোড সংশোধন করেছে। সংশোধিত পেনাল কোডের অধীনে সম্পাকদের বিরুদ্ধে কোনো মানহানি মামলায় আদালতের সমন ছাড়া শুধু পুলিশি ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করা যায় না। এ ধরনের আইনি সুরক্ষা দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে ভূমিকা রাখছে। সাংবাদিকরা এখন একেবারে নির্ভয়ে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সাংবাদিক, লেখক ও ব্লগারদের ওপর কুচক্রীমহল, সাম্প্রদায়িক অপশক্তি ও জঙ্গিদের হামলার ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সরকারের ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাগ্রহণের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের ওপর এ ধরনের হামলা অনেক কমে এসেছে। পত্রপত্রিকা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সংবাদপ্রকাশের প্রেক্ষিতে কেউ সংক্ষুব্ধ হলে ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। সংবাদপত্রের মালিকরা বিদেশ থেকে বিনাশুল্কে নিউজপ্রিন্ট ও অন্য প্রিন্টিং সামগ্রী আমদানি করতে পারেন।

সাংবাদিকদের ওয়েজবোর্ডের ঘোষণা অনুযায়ী বেতন-ভাতা দিয়ে থাকেন

মালিকরা। সরকার, সাংবাদিক ও মালিক প্রতিনিধিদের নিয়ে ইতোমধ্যে নবম ওয়েজবোর্ড গঠন করা হয়েছে। সরকার বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর সাংবাদিক, ক্যামেরাপারসন ও অন্য সহযোগী কর্মীদের ওয়েজবোর্ডে অন্তর্ভুক্তির কথা ভাবছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় গণমাধ্যমকে আরও গণমুখী করতে জাতীয় অনলাইন নীতিমালা অনুসরণে এ পর্যন্ত ৮৫টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং দেশের প্রতিষ্ঠিত ৯২টি পত্রিকার অনলাইন নিউজ ভার্সনকে অনুমোদন দিয়েছে। তথ্য অধিদফতর মন্ত্রণালয় অনুমোদিত এসব অনলাইন নিউজ সার্ভিসের নিবন্ধন তদারকি করছে। এ ধরনের আরও অনলাইন গণমাধ্যম অনুমোদন দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এসব অনলাইন গণমাধ্যম দেখভালের দায়িত্বে থাকবে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ অনুসরণে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রতিষ্ঠিতব্য স্বাধীন সম্প্রচার কমিশন।

সরকারের গণমাধ্যমবান্ধব নীতির সুবাদে সারাদেশে বিপুল সংখ্যক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী দেশে মিডিয়াভুক্ত পত্রপত্রিকার সংখ্যা সাতশোর বেশি। এদের মধ্যে দৈনিক পত্রিকা ৫৬০টি, যার মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ২৫৫টি। শেখ হাসিনার সরকার ঘোষিত ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ দেশে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। রাষ্ট্রপরিচালিত বাংলাদেশ টেলিভিশনের পাশাপাশি বিটিভি ওয়ার্ল্ড, বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্র (সিটিভি) ও সংসদ টেলিভিশন সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সিটিভির অনুসরণে অন্যসব বিভাগে পর্যায়ক্রমে টিভিকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

বাংলাদেশ বেতার ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের পাশাপাশি সরকার এ পর্যন্ত ৪৫টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ২৭টি এফএম বেতার ও ৩১টি কমিউনিটি বেতারকে লাইসেন্স প্রদান করেছে। এর মধ্যে ৩১টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ২২টি এফএম বেতার ও ১৭টি কমিউনিটি বেতারকেন্দ্র বর্তমানে সম্প্রচারে রয়েছে এবং অন্যরা সম্প্রচারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ থেকে দূরদর্শন ফ্রি ডিসের মাধ্যমে সারা ভারতে সম্প্রচার করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর উৎক্ষেপণ দেশের গণমাধ্যম অঙ্গনকে শক্তিশালী করেছে। দেশে টিভি চ্যানেলগুলো এখন অনেক কম খরচে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-

২ উৎক্ষেপেণ করা হলে এ সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাবে।

দেশে ক্রমবর্ধমান গণমাধ্যম অঙ্গনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পেশাগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোত সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা বিভিন্ন মিডিয়া হাউজে কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করতে ২০১৪ সালে সরকার বাংলাদেশ সিনেমা এবং টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশিক্ষণে নিয়োজিত প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ ও জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

গণমাধ্যমকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে রাজধানীর সার্কিট হাউজ রোডে ১০৪ কোটি ১২ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৬ তলাবিশিষ্ট তথ্যভবন নির্মাণ করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে অত্যাধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিকদের পেশাগত সহায়তা প্রদানকারী শীর্ষ সরকারি সংস্থা- তথ্য অধিদফতর সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুরে বিভাগীয় অফিস স্থাপন করছে। এর মাধ্যমে সকল বিভাগে তথ্য অধিদফতরের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া- উভয় গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা তাদের নিজেদের কর্মস্থলে চাকরির অনিশ্চয়তায় ভোগেন, আর তাও স্বাধীন গণমাধ্যমের জন্য হুমকি। তাদের চাকরির এ অনিশ্চয়তা দূর করতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় প্রণয়ণ করতে যাচ্ছে গণমাধ্যমকর্মী (চাকরির শর্তাবলি) আইন যা বর্তমানে অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সাংবাদিকদের আবাসনের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন গণমাধ্যমবান্ধব বর্তমান সরকারের আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সরকারি অনুদানে পরিচালিত এ ট্রাস্টের আওতায় ২০১১-১২ সাল থেকে পাঁচ হাজার ২৬৩ জন অসচ্ছল সাংবাদিককে ১৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

করোনা মহামারিতেও সাংবাদিকদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন। করোনাভাইরাস মহামারিতে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি সাংবাদিক পরিবারকে ১০ হাজার টাকা করে মোট তিন কোটি ৬৬ লাখ ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। করোনাভাইরাসে

ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের জন্য বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টকে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুদান হিসেবে ১০ কোটি টাকা প্রদান করেন, যা বর্তমানে বিতরণ করা হচ্ছে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।